আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ১২-০২-২০২৩ (পৃঃ ০৩)

বীজের মান প্রশ্নে কোনো ছাড় নয় : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

কৃষিমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষি উৎপাদনে মূল উপকরণ হলো বীজ। ভালো ফলন ও উৎপাদনশীলতার জন্য মানসম্পন্ন বীজ অপরিহার্য। বীজের মান নিয়ে কোনো রকম ছাড় দেওয়া হবে না। গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে 'বাংলাদেশ সিড কংগ্রেস'এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সিড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম আনিস উদ দৌলা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইমেরিটাস প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার মণ্ডল। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার, আন্তর্জাতিক সিড ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল মাইকেল কেলার, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জ্যান বেলি, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিমসন ও এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক সিড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. মানিশ প্যাটেল। আবদুর রাজ্জাক আরও বলেন, কৃষক যাতে শতভাগ আস্থার সঙ্গে নির্দ্বিধায় বীজ ব্যবহার করতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সমকাল

তারিখঃ ১১-০২-২০২৩ (পৃঃ ০২)

কৃষকের কাছে পৌঁছাতে হবে ভালো মানের বীজ

■ সমকাল ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কৃষকের কাছে ভালো মানের বীজ সরবরাহ করতে হবে। কৃষির নতুন নতুন কৌশল প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। 'সিড কংগ্রেস- ২০২৩' উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার দেওয়া বাণীতে তিনি এসব কথা বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ বিপর্যয়, অন্যদিকে দেশের ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কৃষির বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি বীজ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি বীজ প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে। দেশের এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে। তাহলেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হবে।' তিনি বলেন, 'কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সিড অ্যাসোসিয়েশনের যৌথভাবে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী সিড কংগ্রেস বর্তমান প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী উদ্যোগ।' খবর বাসসের।

প্রধানমন্ত্রী বললেন

তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে দেশের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি ও কৃষকের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি কৃষি পেশার মর্যাদা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে কৃষি কর্মকর্তাদের মর্যাদা প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করেন। কৃষি গবেষণা জোরদার করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পুনর্গঠন করেন। জাতির পিতা কৃষি উন্নয়নে বীজকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেশে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে 'রাষ্ট্রপতি কৃষি পুরস্কার' প্রবর্তন করেন।